অঙ্গসজ্জা ও পরিকল্পনায়ঃ ধারা এ্যাড

নারীর অধিকার তথা মানবাধিকার

জুবাইদা গুলশান আরা

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বিশ্বের অন্যান্য দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেক নারী। তাঁদেরকে উন্নয়নের ধারায় সম্পৃক্ত করে জাতীয় উন্নয়নের গতিকে বেগবান করতে হবে। আশার কথা, আজকের নারী সমাজ আগের চেয়ে অনেক বেশী সুসংহত ও আত্মবিশ্বাসী। নারী উন্নয়নে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে গৃহীত সকল পদক্ষেপকে স্বাগত জানানোর পাশাপাশি আমি নারী শিক্ষার চলমান ধারাকে গতিশীল করার আহবান জানাই। প্রতিটি পরিবারে কোন নারী যেন অশিক্ষিত না থাকে তা নিশ্চিত করতে হবে। তদুপরি, নারী নির্যাতনের যে কোন ঘটনাকে কঠোর হস্তে দমন করতে হবে। মনে রাখতে হবে, সমাজে নারী-পুরুষের সহাবস্থানকে সহনশীল করতে হবে ও সবাইকে পারস্পারিক শ্রদ্ধাপূর্ণ আবহ সৃষ্টি করার জন্য সচেষ্ট হতে হবে।

আমি এ দিবসের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

(অধ্যাপক এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী)

সচিব
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বর্ষ পরিক্রমায় ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০২ এর আগমনের মধ্য দিয়ে বিশ্বের সকল দেশের পাশাপাশি বাংলাদেশেও জাতীয় পর্যায়ে দিবসটি যথাযথ মর্যাদা ও গুরুত্বসহকারে পালিত হচ্ছে। ১৮৫৭ সালের এই দিনে নিউইয়র্কের একটি সুঁচ কারখানায় মহিলা শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে সোচ্চার ও প্রতিবাদী হবার মধ্য দিয়ে বঞ্চিত, পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের সমতা অর্জন ও ভাগ্যোন্নয়নের প্রয়াস আজ দেশে দেশে জাতীয় প্রয়াস, প্রচেষ্টা ও লক্ষ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। প্রতিবাদী নারী সমাজের সোচ্চার কণ্ঠ পৌঁছে গেছে বিশ্ব দরবারে-জাগিয়ে তুলেছে বিশ্ব বিবেক। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ ৮ মার্চের দর্শন দেশে দেশে সমাজমানসকে নারী স্বার্থের অনুকূলে প্রভাবিত করার ক্ষেত্রে কাজ করেছে এক নিরন্তর চালিকাশক্তি হিসেবে।

আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে রাষ্ট্রসমূহ কর্তৃক স্বাক্ষরিত বিভিন্ন কনভেনশন, গৃহীত অঙ্গীকার নামার গুরুত্বপূর্ণ দিক-নির্দেশনা দেশে দেশে সরকার সমূহের জাতীয় কর্মকান্ডকে যেমন সুসংহত করেছে-তেমনি পারস্পরিক অভিজ্ঞতার আদান প্রদানের মাধ্যমে উদ্ভূত সমস্যাসমূহের সমাধান প্রক্রিয়াকে করেছে সহজতর। সার্বিকভাবে বিশ্বনারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন প্রক্রিয়ায় বিংশ শতাব্দী গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে। বিগত শতাব্দীর সূচনালগ্নে যেখানে নারীর ভোটাধিকার ছিল মুষ্টিমেয় কয়েকটি দেশে ব্যতিক্রমী চিত্র-সেখানে শতাব্দীর সমাপ্তি হয়েছে নারীর প্রায় সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। রাষ্ট্র পরিচালনায় নারীর উপস্থিতি ও সাফল্য বিগত শতাব্দীর উল্লেখযোগ্য দিক। নারীর অর্থনৈতিক মুক্তির পাশাপাশি সামাজিক, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক তথা সামগ্রীক ক্ষমতায়নের বিষয়টি সরকারসমূহের উন্নয়ন পরিকল্পনায় এসেছে এবং বাস্তবায়ন পর্যায়ে রয়েছে। রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নারীর অধিকার সংরক্ষণের বিষয়ে সরকারের অংগীকার পুণর্ব্যক্ত করার পাশাপাশি আপামর জনগোষ্ঠীকে একই আহবান জানাবার লক্ষ্যে এ বছর দিবসটির মূল প্রতিপাদ্য বিষয় করা হয়েছে - "নারীর অধিকার সংরক্ষণ করুন" বা "Protect Women's Rights".

নারী সমাজের ভাগ্যোন্নয়ন প্রয়াসের চলমান ধারায় বাংলাদেশও রাষ্ট্রীয় ও জাতীয় অগ্রাধিকার এর ক্ষেত্রগুলোতে পর্যায়ক্রমে কাজ করে চলেছে। "জাতীয় নারী উন্নয়ন নীতি"র রূপরেখা প্রতিফলিত হয়েছে "নারী উন্নয়নে গৃহীত জাতীয় কর্মপরিকল্পনায়"। কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার মধ্য দিয়েই দেশের নারী সমাজ আজ ক্রমান্বয়ে উন্নয়নের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত হয়ে চলেছে। শিক্ষা প্রসারের ক্ষেত্রে নারীর বিশেষ অগ্রাধিকার, নারী নির্যাতন প্রতিরোধে সরকারের বিশেষ আইন, ডে-কেয়ার সেন্টার ও মহিলা হোস্টেলের প্রসার, সিদ্ধান্ত গ্রহণ পর্যায়ে নারীর উপস্থিতি নিশ্চিতকরণ-এসবের মধ্য দিয়েই এগিয়ে চলেছে সরকারের উন্নয়ন কার্যক্রম। দেশের সচেতন নারী সমাজের কার্যকর অংশগ্রহণ সরকারী প্রচেষ্টাকে অধিক সফল ও অর্থবহ করে তুলবে-আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০২ উদযাপনকালে এ আশাবাদ ব্যক্ত করছি।

আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০২ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করছি।

আল্লাহ হাফেজ

মাহফুজুল ইসলাম

বর্তমান সময়ের সবচেয়ে বড় বিষয় হলো, সমাজ কাঠামোকে নতুন শতকের উপযুক্ত করে গড়ে তোলা। পৃথিবীর ইতিহাসে নারীর ভুমিকা প্রকৃতির মতোই প্রাচীন। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে নারীর অবদান ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে আছে। অথচ সমাজে নারীর অবস্থান কত গুরুত্বপূর্ণ, তার স্বীকৃতি দৃঢ়তর করার ক্ষেত্রে আজও অনেক বাধা রয়েছে।

সচেতন মানুষ মাত্রেই জানেন যে, নারী তার আত্মপরিচয় খুজে পেতে যুগ যুগ ধরে যুদ্ধ করে চলেছে। ১৮৫৭ সালের ৮ই মার্চ আমেরিকার সেলাই কারখানার নারী শ্রমিকেরা মুজরি বৃদ্ধি এবং কর্মঘন্টা (১৬ ঘন্টা)র পরিবতর্নের জন্য ধর্মঘট আহবান করেন। ১৮৬০ সালের ৮ই মার্চ নারীরা নিজস্ব ইউনিয়ন গঠন করে। ১৯১০ সালে জার্মান নেত্রী ক্লারা জেটকিনসের নেতৃত্বে ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশের সংগ্রামী নারীরা ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনের "নারী সম্মেলনে" বিশ্বের সকল নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ৮ই মার্চকে আর্ন্তজাতিক নারী দিবস হিসেবে পালন করার প্রস্তাব দেয়। তখন থেকে ৮ই মার্চ বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে। ১৯৭৫ সালে জাতিসংঘ প্রথম ৮ই মার্চ পালন করে। ১৯৭৫ থেকে ৮৫ পর্যন্ত ঘোষিত হয় নারী দশক। ১৯৭৫ সালের ১৫ই জুন থেকে ২ জুলাই মেক্সিকো সিটিতে অনুষ্ঠিত হয় দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন। ১৯৮৫ তে তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কেনিয়ার নাইরোবিতে। ১৯৯৫ সালের ৩০ শে আগষ্ট থেকে ১৫ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চীনের বেইজিংয়ে ১৮০টি দেশ নিয়ে অনুষ্ঠিত হয় চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন। তারপরেও কেটে গেছে দীর্ঘ সময়। এসকল বিশ্ব নারী সম্মেলনে শান্তি , সমতা, উন্নয়ন, নারীর ক্ষমতায়ন, সমঅধিকারের প্রশ্ন বারবার বিশ্বসমাজকে আলোড়িত করেছে। সেই সঙ্গে আমাদের সামনে এসেছে অগণিত প্রশ্ন, যার উত্তর এখনও খুঁজে পাওয়া যায়নি।

বাংলাদেশ প্রথম থেকেই জাতিসংঘ এবং বিশ্ব সামাজের সদস্য হিসেবে সকল কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করে আসছে। ১৯৭৬ সালে জুলাই মাসে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ে মহিলা বিষয়ক সেল এবং ৩০ শে সেপ্টেম্বর মহিলা বিষয়ক বিভাগ সৃষ্টি হয়। ১৯৭৭ সালে বাংলাদেশ সংবিধানের রাষ্ট্রীয় মূলনীতিতে ১০ নং অনুচ্ছেদে জাতীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে মহিলাদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সমঅধিকারের বিষয়টি সন্নিবেশিত হয়।

এই সব অবস্থানগত কাঠামোর সহায়তায় বাংলাদেশের মহিলা মন্ত্রণালয়, মহিলা অধিদপ্তর, মহিলা সংস্থা ও সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয় আত্মকর্ম সংস্থান ও সামাজিক ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে নানাভাবে কাজ করে চলেছে। চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলনের মূল লক্ষ্য ছিল প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশন বা কর্মমঞ্চ গঠন। তার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা পাই "সিডও" (১৮ ই ডিসেম্বর ১৯৭৯)র বাস্তবায়নকে লক্ষ্য হিসেবে রেখে কাজ করার বাস্তব কর্মপদ্ধতি। Convention on the elilimination of all forms of discrimination against women (CEDAW) র মূল মর্মবাণী হল মানব সমাজ ও সভ্যতার অগ্রগতি ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে যুগ যুগ ধরে নারী যে গঠন মূলক ভুমিকা পালন করে আসছে, সেই ভুমিকার যথাযথ স্বীকৃতি প্রদান এবং সমাজ রাষ্ট্র তথা সমগ্র বিশ্বের শান্তি ও উন্নয়নের জন্য অর্থনৈতিক সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে নারী পুরুষের সমতা স্থাপন করা। এই সিডও দলিল হল মানবাধিকার সম্পর্কিত সার্বজনীন আন্তর্জাতিক সনদ যা নারীর অধিকার তথা মানবাধিকারের মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করেছে। বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর ১৩০টি দেশ এটিতে স্বাক্ষর দান করেছে।

এখন দেখতে হবে যে, নারীর অধিকার রক্ষায় আমাদের দেশের অর্জন কতটুকু। বিভিন্ন সুত্রে জানা যায় শুধু ১৯৯৬ সালে বাংলাদেশে নারী ও শিশু নির্যাতনের সংখ্যা ৩ হাজার ৮ শটি। ১৯৯৭ সালে ৬ হাজার ২শ, ১৯৯৮ সালে ৮ হাজার ৬০ টি, ১৯৯৯ সারে ১০ হাজার ১৪ টি। গড়ে সারাদেশে প্রতিদিন ৪ জন ধর্ষণের শিকার হয়েছে, যাদের গড় বয়স ৩ থেকে ৫৭ বছর। বাংলাদেশ রিহ্যাবিলিটেশন সেন্টার ফর ট্রমা ভিকটিমস্ (বি আর সিটি) এর গবেষণা বিভাগ থেকে জানা যায়, বাংলাদেশে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের হাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক নারী ধর্ষণের ও অবমাননার শিকার হন।

এতকিছুর পরও এর পাশাপাশি প্রতিবছর আমরা কিছু কিছু পরিবর্তন আনবার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। অজ্ঞতা, শিক্ষার অভাব, ধর্মীয় অন্ধতার শিকার হয়ে নারীদের মুক্তি যেন বারবার বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একথা সত্যি যে, শিক্ষা ও রাজনৈতিক অধিকারের ক্ষেত্রে অনেক বাধা অপসারিত হয়েছে। সরকারের সদিচ্ছা ও দৃঢ়তার ফলে কিছু কিছু বিষয় পরিবর্তিত হচ্ছে। তবে এসব মেনে নিলেও গণমাধ্যম গুলিতে মহিলা সাংবাদিকদের ভুমিকা উল্লেখযোগ্য-ভাবে কম। সংবাদ পত্র ও গণমাধ্যমগুলিতে নারী নেতৃত্ব সঠিক ভুমিকা না পেলে অগ্রগতি পিছিয়ে থাকবে, এতে সন্দেহ নেই। লক্ষ্য করা যেতে পারে যে মেয়েরা যুগ যুগ ধরে কাজ করছেন। তাদের কর্মক্ষেত্র হচ্ছে, ক্ষেতে খামারে, বাঁধ নির্মাণে, মাটিকাটা, ধান ভানা, ধাত্রী বিদ্যা এবং পরিবারের সকল খুঁটিনাটি বিষয়ে লক্ষ্য রাখা । নারীর শ্রমের শ্রমঘন্টা কেউ হিসেবে ধরেন না। এ ক্ষেত্রে সমাজকে সবসময়েই উদাসীন বলে মনে করা হয়। বর্তমান সময়ের মেয়েরা যেন নতুন করে নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। ধর্ষণকে শাস্তির আওতায় এনে অপরাধীকে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেওয়ার নির্দেশ রয়েছে আইনে। কিন্তু বিচারের প্রক্রিয়ায় এমন কিছু রয়েছে, যার প্রয়োগ হয় অতি বিলম্বে। ফলে দেখা যায়, জাষ্টিস ডিলেইড, জাষ্টিস ডিনাইড, এই দুঃখজনক প্রবাদটিই বাস্তব হয়ে ওঠে। এখানে একটি কথা না বললেই নয় । নারীর আত্মঅধিকার বোধ প্রয়োগ করতে তাকে দীর্ঘ পথ পাড়ি দিয়ে চলতে হচ্ছে। বহু আইনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে নারীর বিহিত করেছে। কিন্তু প্রয়োগের ক্ষেত্রে আইন প্রয়োগকারী সদস্যদের অনীহা, সহযোগিতার অভাব, সাহসেরও অভাব দুঃখজনক ভাবে অন্যায়কে প্রতিরোধের ক্ষেত্রে ভয়াবহ বাধা। সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাচ্ছে নারীকে অবমাননার পর তাকে প্ররোচিত করা হচ্ছে আত্মহননে। এটা কিছুটা নতুন। নারী জানে যে তাকে রক্ষা করার জন্য আইন আছে। অথচ অজ্ঞতা, হীনমন্যতা ও সংস্কারাবদ্ধতার কারণে নিজেকে রক্ষা না করে সে আত্মহত্যা করবে কেন? এখানে মিডিয়ার ভুমিকাও মাঝে মাঝে দুর্বোধ্য মনে হয়।

এখানে সবচেয়ে বড় কথা হল, সমাজের ভুমিকা কি হওয়া প্রয়োজন। এখন একবিংশ শতকে দাড়িঁয়ে গ্রামের নারী সমবায় সমিতি করছে। পুকুরে মাছের চাষ করছে। ব্যবসা বাণিজ্য করছে, এনজিও চালাচ্ছে, ফতোয়ার বিরুদ্ধে সামাজিক বদ্ধতা অতিক্রম করে বিচার চাইছে।

সেক্ষেত্রে যারা হোক, যে কারণে হোক, কিছু মানুষ নারীর শুচিতার হননকে পুঁজি করে আত্মহননের এই নতুন প্রবণতাকে পৃষ্ঠপোষকতা দিচ্ছেন, যা একজন সমাজ মনস্ক মানুষ মেনে নিতে পারে না। সম্পতি ময়মনসিংহ রোকেয়া প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের কর্মী বেবীর প্রতি তার সহকর্মীর ভয়াবহ প্রহার এর ফলে সে মৃতপ্রায় হয়ে পড়ে। মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী বেগম খুরশীদ জাহান হকের নির্দেশে বেবীকে নির্যাতনের জন্য দায়ী ৫ জনকে সাময়িক বরখাস্ত করা হয়েছে। বেবীর চিকিৎসার বন্দোবস্ত করা হয়েছে ও তদন্তের ব্যবস্থা করা হয়েছে।

আমাদের সকল মহল সমাজের কাছে ঠিক এই সহযোগিতাই কামনা করে। কোন সমস্যাই সমাজের ধরা ছোঁয়ার বাইরে নয়। যদি সত্যি কেউ মানুষের জন্য কিছু করতে চায়, তাহলে সক্রিয়ভাবে কাজ করতে হয়। বক্তৃতা বিবৃতি না দিয়ে, প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার চেষ্টা না করে তাৎক্ষণিক দৃষ্টান্তমূলক প্রতিকারের চেষ্টা করলে যে কোন সমস্যার বিপুলতা কমে আসতে বাধ্য। আসল কথা, আমাদের লক্ষ্য যদি সুস্থ সুন্দর সমাজ গঠনই হয়, তাহলে অবশ্যই আমাদের বর্তমান সময়ের মূল বক্তব্য মনে রাখতে হবে। তা হল - নারীর অধিকার সংরক্ষণ করুন।

নারীর অধিকার বলতে আমরা মানবাধিকারের পূর্ণ বিকাশই তো বুঝি। সেই লক্ষ্যে পৌঁছাতে হলে নারীর অধিকার সংরক্ষণ বিষয়টিকে লক্ষ্য করতে হবে। নিজেকে সুস্পষ্ট পরিচয়ে দৃঢ়মূল হতে হলে নারীকে কারিগরি শিক্ষা, স্বাস্থ্য শিক্ষা যেমন অপরিহার্যরূপে শিখতে হবে, তেমনই এসব ক্ষেত্রে প্রচার, পুস্তিকা প্রকাশ, সেমিনার, আইনী পর্যালোচনাও অবশ্যই প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের মধ্যে সচেতনা গড়ে তোলার জন্য গান, সাহিত্য, নাটক, পোষ্টার তৈরির মাধ্যমে কাজ করতে হবে । উদ্দেশ্যমূলক, শ্লোগানসর্বস্ব ও বিদ্বেষপূর্ণ জনমত আমাদের কাম্য নয়। সমাজ যে ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে আছে, তার দুই বাহু হল নারী ও পুরুষ। একটিকে বাদ দিলে সমাজ কাঠামোর দৈণ্যদশা কখনো ঘুচবেনা। একথা মনে রাখতে হবে যে, নারী মানব সমাজের, বিশ্ব উন্নয়নের দীর্ঘদিনের সংগ্রামের দাবীদার। তার অধিকার বারবার অস্বীকার করা হয়েছে বলেই,পৃথিবীতে এত হানাহানি চলছে। সেই সঙ্গে নারীকেও বুঝতে হবে, সে শুধুমাত্র বিজ্ঞাপনের পণ্য নয়। সে কবল শরীর সর্বস্ব বিনোদনের সহায়ক বস্তু নয়। অন্যের সহানুভূতি নয়, নিজের শক্তিকে জাগ্রত করার সাধনাই প্রকৃত সাধনা হওয়া প্রয়োজন। বর্তমান যুগ বিশ্বায়নের প্রবল প্রবাহের অপরিহার্য অংশ। সেই গতিশীল প্রবাহের অংশ হিসাবে বাংলাদেশের নারীকে বুঝে নিতে হবে তার নিজের হিসাব। আর সেই সঙ্গে সমাজের কথাটাও ভাবি। সমাজ নিয়ে আমাদের অনেক চেষ্টা, অনেক ভাবনা। সেই সমাজের কাছেও আমাদের দাবী, নারীকে আপন ভাগ্য জয় করার শক্তি যেন দিতে পারে সাহসী সমাজ। কেবলমাত্র সর্বাত্মক ও সবল মানবাধিকার রক্ষার মধ্যেই রয়েছে বিশ্বের কল্যাণ। আজ বিশ্ব নারী দিবসে তাই আমাদের কাম্য হোক।

মন্ত্রী
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আজ ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে গুরুত্বপূর্ণ এ দিবসটির মূল চেতনা নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার বলিষ্ঠ প্রত্যয়-যার প্রতিফলন ঘটেছিল ১৮৫৭ সালে নিউইয়র্কের একটি সূচ কারখানায় নারী শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। সেদিনের সুঁচ কারখানার নারী শ্রমিকদের সে বঞ্চনা বিচ্ছিন্ন কোন ঘটনা নয়-তা ছিল সমাজে নারীর সার্বিক অবস্থানেরই এক বাস্তব প্রতিফলন। অধিকার আদায়ে প্রতিবাদী সেদিনের নারী শ্রমিকদের কণ্ঠ যেমন রোধ করা যায়নি পুলিশী নির্যাতনে-তেমনি নারী আন্দোলনও থেমে যায়নি কোন প্রতিকূলতার মুখে। বরঞ্চ পরবর্তীতে নারী সমাজ ক্রমাগত সংঘবদ্ধ হয়েছে মেক্সিকো, কোপেনহেগেন, নাইরোবী, কায়রো ও বেইজিং বিশ্ব ফোরামগুলোতে। গুরুত্বপূর্ণ এ সম্মেলনগুলোতে দেশ, জাতি, বর্ণ নির্বিশেষে নারী সমাজের অনগ্রসরতার কারণগুলো যেমন চিহ্নিত হয়েছে-তেমনি নারীর ভাগ্যন্নয়নের কৌশলগত দিক নির্দেশনা পাওয়া গেছে নাইরোবী ফরওয়ার্ড লুকিং ষ্ট্র্যাটেজী, বেইজিং প্ল্যাটফরম ফর এ্যাকশনের মত গুরুত্বপূর্ণ দলিলগুলোতে।

বিশ্ব পরিবারের সদস্য হিসেবে বাংলাদেশেও নারীর ভাগ্যন্নয়ন প্রক্রিয়ায় সরকারের আন্তরিক প্রয়াস স্পষ্টতঃই দৃশ্যমান। স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে সর্বপ্রথম শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান এর সময়েই দেশের নারী সমাজকে জাতির উন্নয়ন কর্মকান্ডের মূল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করবার প্রচেষ্টা নেয়া হয়, মহিলাদের উন্নয়ন কর্মকান্ডকে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে এগিয়ে নিয়ে যাবার লক্ষ্যে গঠন করা হয় স্বতন্ত্র মহিলা বিষয়ক মন্ত্রণালয় যা পরবর্তীতে সম্প্রসারিত হয়ে রূপ নেয় বর্তমান মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয় হিসেবে। নারী সমাজ আজ পুরুষের পাশাপাশি কর্মক্ষেত্রে ক্রমাগতই এগিয়ে আসছেন, অবদান রাখছেন জাতীয় উন্নয়নে। কর্মক্ষেত্রে নারীর ক্রমবর্ধমান পদচারণা যে কেবল তাদের অর্থনৈতিক তাগিদ এর প্রতিফলন তা নয়, সার্বিক অর্থে ক্ষমতায়নের বিষয়াদিতে নারী সমাজ তথা সমাজমানসের চেতনাও এর পেছনে কাজ করছে এক জোর তাগিদ হিসেবে। এ সচেতনতা নারীর মানবাধিকার সচেতনতা-এ সচেতনতা তার ব্যক্তি সচেতনতা। ব্যক্তি পর্যায়ের এ সচেতনতাই পর্যায়ক্রমে প্রতিফলিত হয়েছে জাতীয় নীতিনির্ধারন পর্যায়েও। মানব সম্পদ উন্নয়নের এ বিশ্ব প্রেক্ষাপটে জনসম্পদের অর্ধেক নারী সমাজকে এড়িয়ে যাওয়ার বা মূল স্রোতধারার বাইরে রাখার কোন সুযোগ নেই। ফলশ্রুতিতে নারী উন্নয়ন আজ সরকারের উন্নয়ন এজেন্ডার গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে রয়েছে।

নারীর প্রতি যে কোন ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধ বর্তমান সরকারের এক অগ্রাধিকার বিবেচনা। সে কারণে বিদ্যমান অন্যান্য আইনের পাশাপাশি প্রণীত হয়েছে এসিড নিক্ষেপ নিয়ন্ত্রনে নতুন আইন। সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অবাধ পদচারণা নিশ্চিত করতে প্রয়োজনীয় সকল কিছু করতে সরকার বদ্ধ পরিকর। একবিংশ শতাব্দীর পৃথিবী নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়াদিকে মানবাধিকার এর আঙ্গিকেই এগিয়ে নিতে চায় অভীষ্ট উন্নয়ন লক্ষ্যে এবং সে কারণেই সমাজের সকল স্তরের মানুষের কাছে এ বছরের নারী দিবসের বিশেষ আবেদন "নারীর অধিকার সংরক্ষণ করুন" বা "Protect Women's Rights" । নারী উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্বব্যাপী সচেতনতার উত্তরনের ধারাক্রমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক শক্তির প্রতীক, প্রেরণার ফল্গুধারা।

আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবস ২০০২ এর সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ

বাংলাদেশ জিন্দাবাদ

খুরশীদ জাহান হক

প্রধানমন্ত্রী
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। প্রতি বছরের মত এবারও বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে যথাযোগ্য মর্যাদায় বিভিন্ন কর্মসূচি পালনের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশে পালিত হচ্ছে এ দিনটি। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পরিমন্ডলে নারী-পুরুষের বৈষম্য নিরসন ও সমতা প্রতিষ্ঠায় কাজ করে চলেছে যে নারী সমাজ-তাঁদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন এবং নারী উন্নয়নের বিষয়ে সমাজে সচেতনতা সৃষ্টির ক্ষেত্রে দিবসটি উদ্‌যাপন খুবই গুরুত্বপূর্ণ ।

সুস্থ ও সুন্দর সমাজ বিনির্মাণ এবং স্বনির্ভর সমৃদ্ধশালী বাংলাদেশ গড়তে দেশের জনসংখ্যার অর্ধেক নারী সমাজের উন্নয়ন একটি পূর্বশর্ত। এ উপলব্ধি থেকেই দেশের নারী সমাজের উন্নয়নে বহুমুখী কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। ফলে কিছু ইতিবাচক পরিবর্তন আজ সর্বত্রই দৃশ্যমান। শিক্ষাঙ্গন, চিকিৎসা, বিচার, সেনাবাহিনী, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, প্রশাসন-সকল পেশাতেই নারী সমাজের অংশগ্রহণ একদিকে যেমন করে তুলেছে নারীকে আত্মবিশ্বাসী, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের ভিত্তিও প্রতিনিয়ত করে তুলেছে সুদৃঢ় ও শক্তিশালী। তৃণমূল পর্যায়ে নারীর অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের বিষয়টি আজ স্পষ্টতই সবার চোখে পড়ে। কল-কারখানা, গার্মেন্টস, ক্ষুদ্রঋণ প্রকল্প ইত্যাদির মাধ্যমে আজ নারী সংসারের দায়িত্ব আংশিক হলেও পালন করছে। পরিবর্তনের ছোঁয়ায় সমাজ চিত্র ধীরে ধীরে বদলে যাচ্ছে। কাঙ্খিত সমতা ভিত্তিক সমাজ গড়তে হলে নারীর জন্য থাকতে হবে অধিক হারে কর্মসংস্থানের সুযোগ, মজুরীর সমতা এবং চিকিৎসা সুবিধাসহ সার্বিক নিরাপত্তা। বর্তমান সরকার এ বিষয়ে সচেতন এবং প্রয়োজনীয় কর্মসূচিও বাস্তবায়ন করছে। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যন্ত মেয়েদের বিনা বেতনে পড়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে। মেধাবী ছাত্রীদের জন্য বৃত্তির ব্যবস্থাও করা হয়েছে। চাকুরিতে মেয়েদের জন্য কোটা রয়েছে। এসিড নিক্ষেপসহ সকল ধরনের অপরাধ কঠোর হস্তে দমনে প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়নসহ প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে। নির্যাতনের শিকার মহিলাদের চিকিৎসা ও পুনর্বাসনের জন্যও রয়েছে বিভিন্ন কার্যক্রম।

নারী সমাজকে উন্নয়ন কর্মকান্ডের মুল স্রোতধারায় সম্পৃক্ত করে তাদের সার্বিক ক্ষমতায়ন নিশ্চিত করতে হবে। এতে তৈরী হবে সমতা। সমাজে শান্তি ফিরে আসবে। উজ্জলতর হবে আমাদের জাতীয় ভাবমূর্তি।

আন্তর্জাতিক নারী দিবস-২০০২-এ দেশের ও বিশ্বের অন্য সকল দেশের নারী সমাজকে আমি অভিনন্দন জানাই। কামনা করি সর্বক্ষেত্রে তাদের সাফল্য।

আমি আন্তর্জাতিক নারী দিবসের সকল কর্মসূচিরও সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

(খালেদা জিয়া)

মহাপরিচালক
মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর

বাণী

৮ই মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস। এই দিবসটি বিশ্বের নারী সমাজের জন্য একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিবস। ১৮৫৭ সালের এ দিনে নিউইয়র্কের একটি সুঁচ কারখানার মহিলা শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের সংগ্রামের মাধ্যমে এ দিনের দ্যুতি ছড়িয়ে পড়ে সারা বিশ্বে।

নারী সমাজের অধিকার প্রতিষ্ঠা; তাঁদের অর্থনৈতিক ও সামাজিক মুক্তি অর্জন, নারী নির্যাতন প্রতিকার ও প্রতিরোধের প্রয়াস দীর্ঘ দিনের। সারা দেশে নারী উন্নয়নের লক্ষ্যে মহিলাদের স্বাবলম্বী ও স্বকর্মসংস্থানের কর্মসূচী বাস্তবায়িত হচ্ছে। যা' নিঃসন্দেহে পল্লী এলাকার অশিক্ষিত, স্বল্প শিক্ষিত ও সর্বোপরি কুসংস্কারাচ্ছন্ন নারী সমাজকে প্রগতির পথে এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। এছাড়াও বর্তমান সরকার নারী শিক্ষা বিস্তার, নারীর দারিদ্র দূরীকরণ, নারী নির্যাতন রোধে আইনগত সংস্কার সাধনের জন্য ব্যাপক কর্মসূচী গ্রহণ করেছে।

নারীর ভাগ্যোন্নয়নের বিশ্ব প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশও পিছিয়ে নেই। এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবসের শ্লোগান হচ্ছে "নারীর অধিকার সংরক্ষণ করুন" ("Protect Women's Rights") । একবিংশ শতাব্দীর দারপ্রান্তে উপনীত আজকের পৃথিবী নারীর অধিকার সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়কে পর্যালোচনা করছে এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। নারীর উন্নয়ন সংক্রান্ত বিশ্বব্যাপী সচেতনতার উত্তরণের ধারাক্রমে আন্তর্জাতিক নারী দিবস এক শক্তির প্রতীক, প্রেরণার উৎস এবং কর্মসূচীর জন্য এক দৃঢ় অঙ্গীকার। আশাকরি এবারের আন্তর্জাতিক নারী দিবস দেশের নারী সমাজের তথা গোটা জাতির জন্য বয়ে আনবে সমৃদ্ধি, শান্তি ও প্রগতি।

বেগম তওহীদা ফারুকী